পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং : ২২শে রবিউস্‌সানি, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৪শ বর্ষ
আহ্‌মদী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (২য় পারা : ২৫শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'এল্লাহী-ইলহাম'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'রেসালতের দর্পনেই তৌহীদের পরিচয়' (২)	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* সালানা জলসার ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* ২০শে ফেব্রুয়ারী — ইসলামের এক গৌরবময় নিদর্শনে সমুজ্জল দিবস :	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
* 'যীশু দু'বার ভারতে এসেছিলেন' :	মাসিক 'পরিবর্তন' (কলিকাতা) নিউজ ব্যুরো	২২
* একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা :	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)	২৩
* সংবাদ ঃ		২৪
* চট্টগ্রাম মজলিস খোঃ আঃ-এর বার্ষিক ইজতেমা		
* ময়মনসিংহ মজলিস খোঃ আঃ-এর বার্ষিক ইজতেমা ঃ		
তারুয়া মজলিস খোঃ আঃ-এর বিশেষ অধিবেশন		
* তারুয়া আঃ আঃ-এর ৪৬তম বার্ষিক জলসা :		
* মুসলেহ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত :		

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর স্বাস্থ্য

দৈনিক 'আল-ফজলে' প্রকাশ যে, হুজুর (আইঃ) কয়েক দিন যাবৎ দাঁতের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রিয় ইমামের আশু রোগমুক্তি ও পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য দরদে-দেলের সহিত নিয়মিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং : ২৯শে তবলীগ, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

২৫শ রুকু

১৯৮। হজ্বের মাসগুলি সুপ্রসিদ্ধ, * সুতরাং যে কেহ এইগুলির মধ্যে হজ্বের সংকল্প করে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) হজ্বের মধ্যে অশ্লীল আলাপ, অন্যায় অচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদ করা (জায়েয) হইবে না এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ করিবে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই উহার (মর্যাদা) চিনিয়া লইবেন এবং তোমরা পাথেয় (সংগে) লও, এবং (স্মরণ রাখিও যে) আল্লাহ্কে ভয় করা উত্তম পাথেয় ; অতএব হে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা একমাত্র আমাকে ভয় কর।

১৯৯। তোমাদের জন্য ইহা কোন পাপ (-এর বিষয়) নহে যে (হজ্বের দিন গুলিতে) তোমরা নিজেদের রবের অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর এবং যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ কর, এবং যে ভাবে তিনি তোমাদিগকে হেদায়ত দিয়াছেন, (তদনুযায়ী) তাহাকে স্মরণ কর ; ইহার পূর্বে নিশ্চয়ই তোমরা পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

২০০। এবং যেখান হইতে লোক সকল প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

২০১। অতঃপর যখন তোমরা এবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা সেইভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেইভাবে তোমরা অতীতকালে পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতে অথবা (সম্ভব হইলে ইহা অপেক্ষা) অধিকতর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা (ইহাই) বলিতে থাকে যে 'হে আমাদের রব, আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (আরাম) দাও। এবং তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না।

* টীকা : যুলকা'দা, যুলহিজ্জা ও মুহাররম ও রজব।

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক (এমনও) আছে যাহারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদিগের ইহকালের (জীবনেও) সফলতা দান কর এবং পরকালেও সফলতা (দাও) এবং আমাদিগকে আগুনের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

২০৩।। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য তাহাদের সৎকার্যের দরুণ পুরস্কারের এক অত্যন্ত বড় অংশ (নির্ধারিত) আছে; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০৪। এবং তোমরা (এই) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে এবং দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া যায়,) তবে তাহার কোন পাপ হইবে না এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তবে তাহারও ও কোন পাপ হইবে না (এই ওয়াদা) ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্‌কে ভয়ে করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে (একদিন) তাহার সমীপে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

২০৫। এবং কতকলোক এমনও আছে যাহাদের (এই) পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং (কথা বলিবার সময়) তাহাদের হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে তাহারা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মানিয়া যাইতে থাকে অথচ তাহারা বড়ই কলহ প্রিয়।

২০৬। এবং যখন তাহারা শাসন-ক্ষমতায় আসে তখন তাহারা অশান্তি (সৃষ্টি) করিতে এবং ক্ষেত (-খামার) ও প্রাণী-কুলকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে (সারা) দেশময় দৌড়াইয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে পছন্দ করেন না।

২০৭। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, (তখন) তাহাদের আত্মগরিমা তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং এই প্রকার লোকদের জন্য দোযখ উপযুক্ত স্থান। নিশ্চয় উহা অতি মন্দ আবাস-স্থান।

১০৮। এবং কতক লোক এমনও আছে যে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়া দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ (নিজের এইরূপ নিষ্ঠাবান) বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপাশীল।

১০৯। হে ঐ সকল লোক 'যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণ আনুগত্যের (গণ্ডিতে) প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংকনুসরণ করিও না; সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২১০। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও তোমরা পদ-স্খলিত হইয়া যাও, তাহা হইলে জানিও যে আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২১১। তাহারা ইহা ছাড়া আর কোন্ কথার প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন এবং ফেরেস্তাগণও (আগমন করুক) এবং সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হউক এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুহাম্মদীয় উম্মৎ ও উম্মতী নবী

৪৮০। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের মসজিদে (মদীনাস্থ মসজিদে-নবুবীতে) নামাজ পড়া মসজিদুল হারাম (কা'বাশরীফ) ব্যতীত বাকী মসজিদসমূহে সহস্র নামাজ পড়া হইতে উৎকৃষ্ট। কারণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (শরীয়তদাতা নবীগণের মধ্যে) 'আখেরুল-আম্বিয়া' (শেষ নবী) এবং আমার (সাঃ) মসজিদ সব মসজিদসমূহের মধ্যে 'আখেরুল-মাসাজিদ' (শেষ মসজিদ)। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সব মসজিদই তাঁহার (সাঃ) মসজিদের অধীন হইবে এবং সব নবী তাঁহার জিল্ বা প্রতিবিম্ব ও অধীন হইবে। *

৪৮১। হযরত সু'বান বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইছেন : "আমার উম্মতে ত্রিশ মিথ্যাবাদী বাহির হইবে।' (১) তাহারা সকলেই দাবী করিবে যে, তাহারা 'মুস্তাকীল' বা 'স্বাধীন' নবী (২) এবং ইসলামকে 'মনসুখ ও বাতিল করিবে। অথচ, আমি হইলাম 'খাতামুন্নবিয়ীন।' (৩) আমার পর আমার অনুবর্তিতা হইতে মুক্ত মুস্তাকিল, স্বাধীন বা নূতন শরীয়তদাতা নবী (৪) হইতে পারে না এবং কেহ আমার আনুগত্য ও পায়রবী ছাড়া কোন রুহানী মকাম প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

---

* আমাদের নবী (সাঃ)-এর মসজিদ, মসজিদ নবুবী শেষ (আখেরী) মসজিদ হওয়ার এই অর্থ নয় যে, ভবিষ্যতে কোন মসজিদই নির্মিত হইবে না, বরং ইহার অর্থ এই যে, এই মসজিদ ভবিষ্যতে যে সকল মসজিদ তৈরী হইবে ঐগুলির জন্য পুরাপুরি ও স্থায়ী আদর্শ স্বরূপ হইবে, ইহার অনুবর্তিতায় অন্য সব মসজিদ নির্মিত হইবে এবং এই মসজিদের অধীন হইবে। সেইরূপ, 'আখেরুল আম্বিয়া'—'শেষ নবী' অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যে নবী বা ওলি হইবেন তিনি তাঁহার (সাঃ) অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হইবেন এবং তাঁহার অনুবর্তিতা ও ইত্তেবা এবং তাঁহারই কল্যাণ ও ফায়যান দ্বারা তিনি এই মকাম লাভ করিবেন। ইহার এই অর্থ নয় যে, ভবিষ্যতে কোনো প্রকারের কোন নবী হইবেন না। [হাদিস নং ৫৭৬, ৫৭৮, ৪৭৯, ৫৯৭ দ্রষ্টব্য]

(১) [ক] 'সাইয়াকুনু ফি উম্মাতি সালাসুনা কুল্লুহুম্ ইয়াযয়ামু অন্নাহু নাবীউন্ ওয়া ইন্নাহু লা নাবিয়া বা'দী ইল্লা মা-শা-আল্লাহু ওয়াল মা'না লা নবীয়া নাবুয়াতু-তাশরীয়ে বা'দি ইল্লা মা শা আল্লাহু—আম্বিয়া-উল-আউলিয়ে।" [নিব্রাস ; শারহুশ্-শারহে লিল-আকায়েদিন-নাসফি ; পৃ ৪৪৫ পৃঃ]

অর্থাৎ—"আমার উম্মতে ত্রিশজন হইবে যাহারা সকলেই দাবী করিবে যে তাহারা নবী, অথচ আমার পরে কোন নবী নাই উহা ব্যতীত যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন। 'লা নবীয়া'-এর অর্থ হইল আমার পরে তশরিয়ী (শরীয়তবাহী) নবুওত নাই, আর 'ইল্লা মা শায়াল্লাহু' বলিতে 'আম্বিয়ায়ুল আওলিয়া'—নবী রূপী আওলিয়াকে বুঝায়।"

(নিব্রাস' শারহুল-শারহে লিল-আকায়েদিন-নাসফী, পৃঃ ৪৪৫)

[খ] তাহাদের নাবুওয়াতের দাবী করা অর্থ এই যে, তাহারা স্বাধীন (মুস্তাকিল) নবী হওয়ার, নূতন শরীয়ত আনার ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়ত রহিত (মনসুখ) করিবার দাবী করিবে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইত্তেবা ও পায়রবী তথা অনুবর্তিতা হইতে মুক্ত ও স্বাধীন বলিয়া নিজেকে মনে করিবে এবং তিনি (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় নবী হওয়া অস্বীকার করিবে।

(২) "মুসায়লমা কায্‌যাব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিপক্ষে শরীয়ত দাতা (তশরিয়ী) নবুওত দাবী করিয়াছিল এবং মদ্য ও ব্যভিচার হালাল করিয়াছিল। ফরজ নামাজ সব বাতিল করিয়াছিল। কুরআন করীমের মুকাবিলায় সুরা তৈরী করিয়াছিল। অতঃপর দুষ্ট ও বিপ্লবী দল তাহার অনুবর্তী হইয়াছিল।" [হুজ্জাজুল কিরামহ্; ৩৩৪ পৃঃ]

৩। [ক] 'খাতামুন-নাবিয়ীন' অর্থ 'মুত্তাসিফ্ বেওসফিন্ নাবুওয়াতে বিয্‌যাত' অর্থাৎ 'নবুওতের গুণাবলীতে সাক্ষাৎভাবে গুণান্বিত সত্তা' এবং কামেল (পূর্ণাঙ্গীন) নবী, অন্য সব নবীই যাঁহার ছাপ এবং যাবতীয় কল্যাণ ('ফয়যান') তাঁহারই (সাঃ) মাধ্যমে লাভ করেন এবং তাঁহার (সাঃ) পরে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা ও তাঁহারই (সাঃ) পদাঙ্কানুসরণ, আনুগত্য ও অনুবর্তিতার ফলে সব কিছুই প্রাপ্ত।

[খ] "কোন উৎকৃষ্ট গুণপূর্ণ মর্যাদা, ঐশী নৈকট্য ও সম্মান লাভের মকাম স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুরাপুরি অনুবর্তিতা ছাড়া আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারি না, আমরা যাহাই প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহার প্রতিবিম্বাকারে, যিল্লি ও তোফেয়লী রূপে লাভ করি। ['ইযালায়ে আওহাম; ১৩৮ পৃঃ]

(গ) "নবীগণের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা মুহাম্মদী ছাপ ও ছায়া, কোন স্বকীয় গুণ বা উৎকর্ষতা নহে।" ['তহযিরুন-নাস; ২৯-৩০ পৃঃ; দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মুহাম্মদ কাশেম নানতুবী (রহঃ) প্রণীত]

(ঘ) "নবীগণের পূর্ণ অনুবর্তীগণ তাঁহাদের পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তীতা, তাঁহাদের প্রতি শেষ সীমানার প্রেমের ফলে বরং শুধু খোদাতায়ালার অনুগ্রহ ও কল্যাণের ফলে তাঁহাদের অনুসরণীয় নবীগণের যাবতীয় উৎকর্ষতা আকর্ষণ ও আহরণ করিয়া থাকেন এবং পুরাপুরি তাঁহাদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়েন। এমন কি, অনুসরণীয় (মৎবু') নবীগণের এবং তাহাদের কামেল অনুবর্তীগণের মধ্যে মৌলিকতা ও অনুবর্তিতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হওয়া ছাড়া কোনো প্রভেদ থাকে না।" ['মুকতুবাতে মুজাদ্দেদ আলফে সানী, ১ম জিল্দ, ২৪৮ নং পত্র এবং ৫৮৮নং হাদিস দ্রষ্টব্য]

(ঙ) "আম্বিয়া-উল-আউলিয়া (নবী রূপী আউলিয়া) দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য, ঐশী জ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ দান এবং তত্ত্বরাজি বহ নবুওতের অধিকারীগণ; শরীয়ত বাহী নবুওত বুঝায় না, কেননা উহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেই শেষ হইয়াছে।" [আল-ইনসানুল কামেল; সৈয়দ আবদুল করীম জিলানী প্রণীত, ১০৯ পৃঃ]

(চ) "অধিকাংশ নবী হইয়াছেন ওলী স্বরূপ নবী (নবুওয়াতুল বিলায়েতধারী) হিসাবে. যেমন খিযির এবং কোন কোনো উক্তি অনুসারে যেমন ঈসা (আঃ)। যখন জগদ্বাসীর প্রতি তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার তশরিয়ী বা স্বাধীন নবুওত থাকিবে না।" [আল-ইনসানুল-কামেল; ৮৪ পৃঃ]

(ছ) 'তাঁহার নবী হওয়া এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তী হইয়া তাঁহার (সাঃ) শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করা ও তাঁহার 'তরিকত' বা আধ্যাত্মিক পথ দৃঢ়ীভূত করার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এমন কি, যদি তাঁহার প্রতি ওয়াহীও হয় তবুও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।" ['মির্কাত; শরহে মিশকাত, ৫:৫৬৪ পৃঃ]

আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন 'ফতুহাতে মক্কিয়া' ৫:৩ পৃঃ, 'আল-ইয়াকিতু ওয়াল জাওয়াহের' ২:৫ পৃঃ 'নিব্রাস শরহে আকায়েদুন নসফী' ৪৪৫ পৃঃ এবং 'তফসীর বহরুল মুহীত; ২:২৮৭ পৃঃ।

৩। 'লা-নাবিয়া বাদী' সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা দেখুন ৫৯০ ও ৫৯৭ নং হাদিসদ্বয়ে।

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

শ্রেষ্ঠ জিক্‌র—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'

"সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জিক্‌র হইল—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"।

(মিশকাত, কিতাবুদ-দায়াওয়াত)

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশত বার করিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বান্তকরণে বলিয়া থাকে, সে যেন ইসমাইলী বংশের একশত কৃতদাসকে মুক্ত করে।" (মিশকাত, কিতাবুদ-দায়াওয়াত)

"হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পরেই মৃদুকণ্ঠে নিম্নরূপ কলেমা উচ্চারণ করিতেন: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ও লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

'হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীকে বিদায় এবং হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'—কলেমা 'বেরেদ' হিসাবে উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সর্বক্ষণ মৃদু কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করিতে থাকুন।'

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

সংকলন—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রেসালতের দর্পণেই তৌহিদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার অস্তিত্বের সন্ধানদানকারী এবং মানুষকে তাহার এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার জ্ঞান ও শিক্ষাদাতা হইলেন একমাত্র নবীগণ (তাঁহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। ঐ সকল পূত ও পবিত্র মহাপুরুষগণ যদি জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে সেরাতে-মুস্তকীম নিশ্চিতরূপে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যদিও পৃথিবী ও আকাশমালার গবেষণা করিয়া এবং সেগুলির মধ্যকার সুবিন্যস্ত রূপায়ন ও সুদৃঢ় বিধানে দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিবেচক ও সদচেতা লোক এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নিশ্চয় হওয়া উচিত বলিয়া সন্ধান লাভ করিতে পারেন কিন্তু 'নিশ্চয় হওয়া উচিত' এবং 'বাস্তবতঃ তিনি আছেন"— এই দুইয়ের মধ্যে বহু তফাৎ ও ব্যবধান রহিয়াছে। নিশ্চিত ও বাস্তব বিদ্যমানতার সন্ধান-দাতাগণ হইলেন একমাত্র নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম), যাঁহারা সহস্র সহস্র নিদর্শন ও মোজেযার দ্বারা দুনিয়ার বুকে সাব্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার বস্তুতপক্ষে বিদ্যমান আছেন। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্ব-জগতের সুবিন্যস্ত বিধান দৃষ্টে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ার পর্যায়ে বিচার বুদ্ধিটুকুও নবুওতের কিরণরশ্মি হইতেই আহোরিত ও সাহায্য-প্রাপ্ত। যদি নবীগণের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে এইটুকু জ্ঞান-বুদ্ধির সঞ্চারও ঘটিত না। ইহার দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন মাটির নীচে যদিও পানি আছে কিন্তু সেই পানির স্থিতি ও সুপ্রাপ্যতা আকাশ হইতে বারিবর্ষণের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। কখনও যদি দৈবক্রমে আকাশ হইতে পানি বর্ষিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ পানিও শুকাইয়া যায়। তারপর আকাশ হইতে বারিবর্ষিত হইলেই ভূগর্ভস্থ পানিতেও উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস ঘটে। তেমনিভাবে নবীগণের আবির্ভাবেই মানবীয় বুদ্ধি সতেজ হয় এবং ভূগর্ভস্থ পানিতুল্য মানববুদ্ধির ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়। তারপর আবার যখন কোনও নবীর আবির্ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির পার্থিব পানিতেও অপরিচ্ছন্নতা ও অপ্রতুলতার উদ্ভব ঘটিতে আরম্ভ করে, এবং জগতে প্রতিমা-পূজা, শের্ক ও অংশীবাদিতা এবং প্রত্যেক প্রকারের পাপাচার বিস্তার লাভ করে। সুতরাং চক্ষে যেমন জ্যোতি বিদ্যমান থাকা সত্বেও উহা সূর্যের মুখাপেক্ষী, তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব বুদ্ধি, যাহা চক্ষু সদৃশ, সদাসর্বদা নবুওত-রবির মুখাপেক্ষী, এবং যখনই নায়ত-রবি অস্তমিত হয়,

তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি-জগতেও অন্ধকার ও পঙ্কিলতার সঞ্চার হয়। শুধু চক্ষের দ্বারা কি তোমরা কিছু দেখিতে পার? কখনও নয়। তেমনি তোমরা নবুওতের জ্যোতি ব্যতিরেকে (তৌহীদের) কোন কিছু দেখিতে সক্ষম নহ।

যেহেতু আদিকাল হইতেই, এবং জগতের সৃষ্টি অবধি খোদাতায়ালাকে সনাক্ত করার বিষয় নবীকে সনাক্ত করার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইহেতু নবীর মাধ্যম ব্যতীত তৌহীদ লাভ করা সততঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবী খোদাতায়ালার চেহারা দেখার আয়না বা দর্পন স্বরূপ। এই দর্পনেই খোদার চেহারা দেখা যায়। যখন খোদাতায়ালা নিজেকে জগতে প্রকাশ করিতে চান, তখন তিনি তাঁহার কুদরত ও শক্তি নিচয়ের বিকাশ-স্থল নবীকে জগতে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় ওহী-কালাম তাহার উপর নাজেল করেন এবং স্বীয় রুবুবিয়ত ও প্রতিপালনের ক্ষমতাবলী তাহার মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। তখনই জগত জানিতে পারে যে, খোদা সত্যিকারভাবে বিদ্যমান আছেন। সুতরাং যে সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব জরুরী ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় খোদাতায়ার অনাদি ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী খোদার পরিচয় লাভের মাধ্যম ও উপায় হিসাবে নিরূপীত, সেই সকল মহাপুরুষের উপর ঈমান আনায়ন তৌহীদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ, এবং এই ঈমান ব্যতিরেকে তৌহীদ পরিপূর্ণত লাভ করিতে পারে না। কেননা সেই সকল ঐশী-নিদর্শন এবং খোদার কুদরত ও মহিমা প্রদর্শনকারী বিস্ময়কর অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনা সমূহ ব্যতিরেকে, যেগুলি নবীগণ দেখাইয়া থাকেন এবং মানুষকে তদ্বারা মারেফত ও তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যান—সেই খাঁটি তৌহীদ যাহা পূর্ণ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের উৎস হইতে উদ্ভাসিত হয়, সেই প্রকৃত তৌহিদ হস্তগত হইতে পারে না। তাঁহারা এমন এক জাতি বা শ্রেণী, যাঁহারা হইলেন খোদার দর্পন স্বরূপ, যাঁহাদের মধ্যমে সেই খোদা, যাঁহার সত্বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন হইতেও প্রচ্ছন্নতর এবং অজ্ঞেয় হইতেও অজ্ঞেয়তর—তিনি প্রকাশিত হন। চিরকাল হইতেই সেই গুপ্ত-ভাণ্ডার যাহার নাম খোদা, নবীগণের দ্বারাই পরিচিত ও উন্মোচিত হইয়া আসিয়াছে। অন্যথায়, সেই তৌহীদ যাহা খোদাতায়ালার নিকট তৌহিদ বলিয়া পরিগণিত, যে তৌহীদ এক ব্যবহারিক রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে—উহা লাভ করা নবীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যেমন অযৌক্তিক, তেমনি খোদাপ্রাপ্তির পথে পদচারীগণের অভিজ্ঞতারও পরিপন্থি।"

(অসমাপ্ত)

('হাকীকাতুল-ওহী' পৃঃ ১১১-১১৩)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে
হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র বাণী

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকীদ ঃ

'বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় পথ খরচের সামর্থ রাখেন সেইরূপ সকল ব্যক্তিকেই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তাঁহারা যেন প্রয়োজনীয় বিছনাপত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি সরল) ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।"

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) "এই জলসার একটি মহত্ত উদ্দেশ্য ইহাও যে প্রত্যেক মুখলেস নিষ্ঠাবান যেন মুখোমুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতি) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য বিশেষ দোওয়া ঃ

"অবশেষে আমি দোয়া করিতেছি, আল্লাহ্তায়ালা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করেন, তাহাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন, পরকালে তাহাদিগকে সেই সকল বান্দার সহিত উত্থিত করেন যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী, করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এই দোয়া সকল কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান কর, কেননা সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিপতি তুমিই। আমীন পুনঃ আমীন।"

সংকলন ও অনুবাদ :—মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

সালানা জলসার ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দোওয়া শুনিবেন, এবং আগামী দশ বৎসরে জামাতকে একশত জন অত্যুচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দান করিবেন।

কাহাকেও উত্তম প্রতিভা দান করা আল্লাহরই কাজ, এবং উত্তম প্রতিভা দানের পথ কেহ রোধ করিতে পারে না।

আমি এই উদ্দেশ্যে দোওয়া করিতেছি ; আমি চাই আপনারাও সেই উদ্দেশ্যে দোওয়া করুন।

আগামী দশ বৎসরে স্কুলে পড়ার উপযুক্ত বয়েসের কোন ছেলে-মেয়ে মেট্রিকের পূর্বে স্কুল ত্যাগ করিবে না।

ইহা এতই জরুরী যে আপনারা যদি ইহা ভালভাবে উপলব্ধি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে সমূহ ক্ষতির শিকার হইবেন।

দুনিয়ার প্রতিটি জ্ঞান অর্জন করা জরুরী, কেননা প্রত্যেক জ্ঞানের ভিত্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতের জালওয়া সমূহের উপর স্থাপিত। এইভাবেই কুরআন শিখা যাইতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যেই আমি শিক্ষা-পরিকল্পনা জারি করিয়াছি।

রাবওয়া, ২৭শে ডিসেম্বর—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাত আহমদীয়ার ৮৮তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে জোহর ও আসরের নামাজ বাজামাত জমা আদায়ের পর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়া বলেন, আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দোওয়া শুনিবেন এবং আগামী দশ বৎসরে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে জামাতের মধ্যে একশত জন প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীর সৃষ্টি হইবে। ইনশাআল্লাহ্‌।

হুজুর তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ তা'লীমি (শিক্ষা-)পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দানের মাধ্যমে আরম্ভ করেন। হুজুর তাঁহার ভাষণের পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকারী ছাত্রদিগের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ মেডেল বিতরণ করেন। অতঃপর বলেন, এখন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামীদের কয়েকজনকে পুরস্কার হিসাবে মেডেল দেওয়া হইল। এই সকল মেডেল শিক্ষা সংক্রান্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান পরিকল্পনার সূচনা স্বরূপ, যাহা আমি এই বৎসর শুরু করিয়াছি। হুজুর বলেন যে, চলতি বৎসর (১৯৮০ইং সনে) মেডেল প্রাপ্তগণের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪ জন ; অর্থাৎ ১৪ জন আহমদী ছাত্র-ছাত্রী, যাহারা বোর্ড অথবা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার বিবরণ দিতে গিয়া হুজুর বলেন, ইহাদের মধ্যে আট জন হইল যাহারা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইয়াছে এবং দুইজন, যাহারা তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে।

হুজুর বলেন, এই সকল মেডেল বিতরণ সেই মহান তালীমি পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অথচ অতি জরুরী অংশ। পরিকল্পাটির বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল সেই দোওয়া যাহা আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট নিবেদন করিয়াছি এবং যাহা আমি সর্বদা করিয়া থাকি, এবং যে দোওয়ায় আপনাদেরও শরীক হওয়া উচিত। হুজুর ইহার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, যখন আমি এই পরিকল্পনাটি ঘোষণা করিয়াছিলাম, তখন আমি দোওয়া করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে একশত জন উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন বিজ্ঞানী দান করেন। হুজুর বলেন, ইহার জন্য আমিও দোওয়া করিতেছি এবং আমি চাই, আপনারাও যেন দোওয়া করিতে থাকেন। হুজুর 'প্রতিভাসম্পন্ন মস্তিষ্ক'-এর বশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন যে, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করা ভাল কথা, কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নয় যে, প্রতিটি পজিশন লাভকারী জিনিয়াসও হয়। এখনই আমি কয়েকজন ছাত্রকে পুরস্কার হিসাবে মেডেল দিয়াছি। ইহাদের হয়ত কেহ কেহ জিনিয়াস হইবে, আর কেহ কেহ হইবে না।

হুজুর বলেন, আমি পূর্বেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছিলাম যে, প্রায় চারি বৎসর পূর্বে একজন আহমদী ছাত্র এম, এস-সি ফিজিক্সে এত বেশী নম্বর লাভ করিয়াছিল যে, তাহার রিজাল্ট কিছু কালের জন্য এই মনে করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এত বেশী নম্বর দেওয়া হইলে ভবিষ্যতে তাহার রেকর্ড কে ভাঙ্গিবে? সেই ছেলেটির নম্বর ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের স্থাপিত রেকর্ডের চাইতেও বেশী ছিল। হুজুর বলেন, সেই আহমদী ছাত্রটি যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল, বিগত বৎসর আমাদের একজন আহ্‌মদী ছাত্রী পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে এম, এস-সি ফিজিক্সে সেই রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ্‌ সুম্মা আল-হামদুলিল্লাম। হুজুর এই সকল অতীব প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে বলেন যে, প্রথম ছেলেটি যে রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছিল তাহার পি, এইচ, ডি, কোর্স এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু অক্সফোর্ড ও কেম-ব্রিজের ন্যায় সুবিখ্যাত ইউনিভার্সিটিগুলিতে লেকচার প্রদানের জন্য তাহাকে আমন্ত্রিত করা হয়। হুজুর বলেন, কাহাকেও উত্তম মস্তিস্ক ও প্রতিভাদান করা ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ, এবং এইরূপ উত্তম প্রতিভাদানের পথ কেহ রোধ করিতে পারে না। হুজুর বলেন সেইজন্যই আমি আশা করি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আগামী দশ বৎসরে একশত জন জিনিয়াস (উচ্চ প্রতিভাশালী) ব্যক্তিবর্গ জামাতকে দান করিবেন।

হুজুর বলেন, উক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে একতো ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব যে, তাহারা যেন নিজেদের সময় এবং স্বভাবজ ক্ষমতাগুলিকে নষ্ট হইতে না দেয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব যে, তাঁহারা যেন উহাদের সুষ্ঠু তরবিয়ত দান করেন। কেননা বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা ও বল্‌গাহীনতা মস্তিষ্কের শক্তি ও ক্ষমতা গুলিকে আহত ও বিনষ্ট করে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের ইহাও কর্তব্য যে, তাহাদের সন্তানদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিও যেন তাঁহারা যত্নবান থাকেন।

হুজুর মেধা ও মস্তিষ্ক-শক্তির বিকাশ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগতকালে তো এই উদ্দেশ্যে আখরোট এবং বাদাম যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু অধুনা কালে সোয়াবিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা সকল ডালের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। হুজুর সোয়াবীনের কণা সমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে উহাতে প্রোটিন অনেক বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, উহা সাধারণ ডালের ন্যায় এসিড নয় বরং উহা আলক্লাইন বিশেষ। উহাতে আমিষ বেশী পরিমাণে আছে, এবং সেই আমিষের মধ্যে একাংশ হইল লেসেথিন। আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী লেসেথিন মেধা ও মস্তিস্ক শক্তির জন্য অত্যন্ত উপাদেয় ও প্রভাবশালী, এবং সোয়াবিনে উহাই বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, 'সোয়ালেসেথিন' মেধা ও স্মৃতিশক্তিকে অনেক সতেজ করে। হুজুর বলেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, একশত মিনিটে যাহা মুখস্ত হয়, উহা 'সোয়ালেসেথিন' ব্যবহারে ষাট মিনিটে মুখস্ত হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শতকরা চল্লিশ ভাগ মস্তিষ্কশক্তির সঞ্চয় হয়। অন্য কথায়, বলা যাইতে পারে যে, শতকরা চল্লিশ ভাগ বেশী বিষয়াদি মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হইতে পারে। হুজুর বলেন, আমি ইহা অভিজ্ঞতা করিয়াছি এবং ইহাতে সফল হইয়াছি।

হুজুর একজন মেধাবী ও দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন আহমদী রিসার্চ স্কলারের কথা উল্লেখ করেন, যিনি কিছু দিন পূর্বে লণ্ডনে হৃদরোগের গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হুজুর বলেন, যখন আমি জামাতকে সোয়ালেসেথিন ব্যবহার করার জন্য তাহ্‌রীক শুরু করি তখন তিনিও উহার ব্যবহার আরম্ভ করেন; উহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার হয় এবং যখন তিনি তাঁহার রিসার্চ পেপার পাঠ করেন, তখন তাঁহাকে সর্বোত্তম রিসার্চ স্কলারের সম্মান প্রদান করা হয়। হুজুর বলেন, ইহাও আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমাদের আর একটি ছেলে শীর্ষ স্থানের অধিকারী হইয়াছে এবং জগতের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

হুজুর বলেন, যাহারা ভাল ছাত্র এবং জিনিয়াস, তাহাদিগকে আমাদের যে কোন মূল্যে যত্ন হইতে হইবে এবং তাহার প্রতিভার বিকাশে যে খরচই লাগে তাহা আমাদের তাহার জন্য বহণ করা উচিত। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের দোওয়া শ্রবণ করতঃ জামাতকে যে যোগ্য সন্তান দান করেন, তাহাকে শামলাইতে না পারিলে—জামাতের পক্ষে উহা একান্ত নাশোকরী হইবে। উহার চাইতে বড় না-লায়কী, গোনাহ্‌ ও অকৃতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে?

হুজুর বলেন, তারপর যাহারা উল্লেখিত শ্রেণী অপেক্ষা কিছু কম নম্বর লাভ করে তাহাদিগকেও পঞ্চম শ্রেণী হইতে ধরিতে হইবে। হুজুর বলেন, এতদ্দোশ্যে জামাতের মধ্যে রেকর্ড প্রস্তুত করা হইতেছে কিন্তু এখনও রেকর্ড প্রস্তুতির কাজ পূর্ণ হয় নাই। এখনও ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ এরূপ আছে যাহাদের যোগ্যতা, মেধা ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের জানা নাই; তাহাদের নাম রেজিষ্টারে এখনও উঠে নাই। হুজুর এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, প্রায় ৫০ হাজার আহ্‌মদী ছেলে-মেয়ের নাম হস্তগত হইয়াছে কিন্তু আমার অনুমান এই যে, এক লক্ষ

নাম রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ছেলে-মেয়ে এরূপ আছে যাহাদের নাম এখনও রেজিষ্টারভুক্ত হয় নাই। হুজুর তাহাদের মাতাপিতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, তাহাদের নাম সহ যাবতীয় তথ্যাদি পৌছান মতাপিতাদের কর্তব্য। হুজুর এই পরিকল্পনাটির উপর আরও আলোকপাত করিয়া বলেন যে, রেজিষ্টার হইতে ঐ সকল নাম কার্ড-সিষ্টামে সাজান হইবে এবং সেখান হইতে পরে কম্পিউটারে স্থানান্তরিত হইবে। কম্পিউটারের উপকার এই যে সময়ের অপচয় ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সামনে আসিয়া যায়।

হুজুর বলেন, আমি যখন পুরস্কার সূচক মেডেলের ঘোষণা করিলাম তখন আমাদের একজন নাজের সাহেব বলিলেন যে, যদি একশত ছেলে-মেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পায় তাহা হইলে এইভাবে আমাদের একশতটি মেডেল দিতে হইবে এবং তাহাতে আড়াই লক্ষ টাকা লাগিয়া যাইবে। হুজুর বলেন যে, আমি তাঁহাকে বলিলাম, যে খোদা আমাদিগকে একশত মেধাবী ছেলে-মেয়ে দিবেন, তিনি আমাদিগকে আড়াই লক্ষ টাকাও দান করিবেন। সেইজন্য আমার চিন্তা নাই।

হুজুর বলেন, কোন গরীব পরিবারে যদি কোন মেধাবী সন্তান জন্মায়, তাহা হইলে তাহার উপর আমাদের খরচ করা উচিত। শুধু এজন্য যে তাহার পিতামাতা দরিদ্র সেজন্য তাহাকে তাহার প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিত করা যায় না। কিন্তু জরুরী বিষয় এই যে, হক পাওয়ার সঠিক যোগ্যতা হওয়া চাই। কোন কোন সময় সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছেলে-মেয়ের পিতামাতার পক্ষ হইতে পত্র আসে যে, তাহার জন্য ৪০০ টাকা বৃত্তি ধরা হউক। হুজুর বলেন ইহাতে হয়তো কাহারও রাগ উঠিতে পারে কিন্তু আমার তো তাহা হয় না। আমি তো হাসিয়া থাকি যে, মাতাপিতার এই চিন্তা নাই যে, সকলের আগে বাড়িতে হইবে, চিন্তা হইল বাচ্চার জন্য চারশত টাকা বৃত্তি লাগাইবার। সন্তানকে মাতাপিতার জীবনের মান উন্নয়নের উপায় হিসাবে গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। হুজুর বলেন, আমি তো চাই, সকলেরই জীবনের মান উন্নত হউক। আমি তো এই দোওয়াই করি যে, তাহারা শুধু নিজেদের ছেলে-মেয়েই কেন, বরং সেই সকল লোকের ছেলে-মেয়েদিগকেও যেন পড়াইতে (সাহায্য করিতে) পারেন যাহারা এখনও আহ্‌মদী হন নাই। কিন্তু মাতাপিতাগণ বিনা হক ও যোগ্যতায় বড় বড় বৃত্তি চাহিয়া ছেলে-মেয়েদিগকে নিজেদের জীবনের মান উন্নয়নের উপায় স্বরূপ যেন গ্রহণ না করেন। সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, আগামী দশ বৎসরে এবং তারপর সর্বদার জন্যই স্কুলে শিক্ষা লাভের উপযোগী বয়সের এমন কোন ছেলে-মেয়ে থাকা উচিত নয় যে মেট্রিক পাশ করার পূর্বেই স্কুল পরিত্যাগ করে। হুজুর বলেন, ইহা শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার খুবই জরুরী অংশ, এবং এতই জরুরী যে, আমার ভয় হয়, যদি বন্ধুগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি না করেন, তাহা হইলে জামাতের বড়ই ক্ষতি হইবে।

হুজুর (আইঃ) জামাত আহমদীয়ার ৮৮তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় দুই লক্ষাধিক শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে ভাষণ দান করিতেছিলেন।

হুজুর (আইঃ) শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবেলী ফাণ্ডের উল্লেখ করিতে গিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার এই অংশটিরও উল্লেখ করেন। হুজুর আহমদী ছেলে-মেয়েদিগের শিক্ষা পরিকল্পনার অত্যাবশাকীয় এই অংশটির উপর বিশেষ জোর দেন এবং ইহার পুনর্ঘোষণা করিয়া বলেন যে মেয়েদের জন্য আমি আপাততঃ মিড্‌ল পর্যন্ত পড়া বাধ্যতামূলক করিয়াছি। কারণ এই যে, এরূপ অনেক জায়গাও আছে যেখানে মেয়েদের জন্য হাই স্কুল নাই, তাহারা যেন মিড্‌ল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে। হুজুর বলেন, আমি তাহাদের আখলাক নষ্ট করিতে চাই না। সেজন্য আমি তাহাদিগকে ইহা বলিব না যে, তাহারা সহশিক্ষা (Co-education) ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ করুক। হুজুর বলেন যে, আমরা চেষ্টা করিব, যেখানে হাই স্কুল নাই সেখানে যেন মেয়েদিগের জন্য কোচিং সেন্টার স্থাপন করা হয় এবং শিক্ষয়িত্রীদের নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে পড়ান হয়। হুজুর বলেন, যেখানে এরূপ প্রয়োজন হইবে এবং যথেষ্ট মেয়েও থাকিবে, সেখানে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। হুজুর জামাতের বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বন্ধুগণ ইচ্ছা করিলে, এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবাদি লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

হুজুর এই প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে, ছেলে-মেয়েদিগের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, যে সকল ছেলে-মেয়ে বোর্ড এবং ইউনিভর্সিটির পরীক্ষা গুলিতে উত্তীর্ণ প্রথম দুই অথবা তিন শত জনের মধ্যে স্থান লাভ করিবে তাহাদিগকে দোওয়া ভরা বাক্যমালা লিখিয়া আমার স্বাক্ষর সহ কোন গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাঠাইব। হুজুর বলেন, সংশ্লিষ্ট ওহুদেরগণের উচিত সেইদিকেও যেন তাহারা দৃষ্টি দেন এবং বার বার স্মরণ করাইতে থাকেন। হুজুর বলেন, মনে হয় এই বিষয়ে খুব বেশী ঘোষণা করা হয় নাই। এই ঘোষণা বার বার হইতে থাকা উচিত।

ইহার পূর্বে হুজুর তাঁহার ভাষণের প্রথম দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে গিয়া দুনিয়াতে প্রচলিত পরস্পর বিরোধী দুইটি দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী তো এই যে, আমাদের সকল উন্নতির ভিত্তি পার্থিব বিদ্যার্জনের উপর নির্ভরশীল। আর একটি এই যে, পার্থিব বিদ্যার্জন হইল কুফর।

হুজুর বলেন, পবিত্র কুরআন বলে যে, না তো পার্থিব বিদ্যার্জনের উপর সমস্ত উন্নতি নির্ভরশীল, আর না উহা কুফর। কুরআন শরীফ বলে, বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি এবং উহায় সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় গঠনের মধ্যে সক্রিয় যে সকল বিধান ও মৌলনীতি আমরা দেখিতে পাই এবং আগামী দশ-বিশ বৎসরে আরও যে সকল মৌলনীতি ও বিধি-বিধান আবিস্কৃত হইয়া প্রচলিত জ্ঞান-বিদ্যার তালিকাভুক্ত হইবে এবং যেগুলিরউপর পার্থিব জ্ঞানমালার সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে ও গড়িতে থাকিবে সে সব গুলিই খোদাতায়ালার প্রবর্তিত আইন-কানুন। হুজুর বলেন যে, ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যেমন কুরআন বলিতেছে যে, বিশ্ব-জগতের আনাচে

কানাচে ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতে আয়াতে বিণিত খোদাতায়ালার সিফাতের জালওয়াসমূহ অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন কর। কুরআন শরীফ বলে যে, এই জগতের অনুপরমাণু এবং কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দের মধ্যে খোদাতায়ালার গুণাবলীর দীপ্তি ও চমক নিহিত রহিয়াছে। এবং খোদাতায়ালার সিফাতের জালওয়া ও দীপ্তিসমূহ কুফর নয়, কখনও হইতে পারে না। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার সিফাতের একাংশকে গ্রহণ করিয়া আরেকাংশকে ছাড়িয়া দেওয়া 'তকওয়া' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; বরং উহাও নাশোক্‌রি বা অকৃতজ্ঞতার শামিল। হুজুর বলেন, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতের যে সকল জলওয়া এবং যে সকল নীতির উপর পার্থিব জ্ঞানের সৌধ সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির প্রতি তো সে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ রাখে কিন্তু খোদাতায়ালার সিফাতের যে সকল জালওয়া আমাদের জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে পরিদৃষ্ট হয় সেগুলির প্রতি তাহার কোন ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নাই, তাহা হইলে আমি এরূপ ব্যক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ বলিয়া মনে করি, কেননা তাহার অস্তিত্বের অর্ধাংশ তো জীবিত ও সতেজ কিন্তু অপর অর্ধাংশ মৃত ও নিস্তব্ধ। হুজুর বলেন, আমি জামাতকে বলিতেছি যে প্রতিটি জ্ঞানের ভিত্তি খোদাতায়ালার সিফাতের জলওয়াসমূহের উপরই স্থাপিত। তেমনি কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন এজন্য জরুরী যে, কুরআনী আয়াতের মধ্যেও খোদাতায়ালার সিফাতের জলওয়া সমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে। হুজুর বলেন, এই বিশ্ব-জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি? এই বিশ্ব-জগত হইল আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতের জলওয়া সমূহের সমষ্টি। কতক জলওয়া ফিজিক্সের সৃষ্টি করিয়াছে, কতক জলওয়া ক্যামেষ্ট্রির উদ্ভব ঘটাইয়াছে, কতক জলওয়ার ফলে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, কতক জলওয়ায় মনবিজ্ঞান প্রণীত হইয়াছে, আর কতক জলওয়া নীতিশাস্ত্র ও হেদায়তের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে এবং কতক জলওয়া রুহানী ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনের উজ্জল ও স্পষ্ট পথ নিরূপণ করিয়াছে। হুজুর বলেন, আমরা এগুলির মধ্যে কোনটিকেই পরিত্যাগ করিতে পারি না এবং এইরূপ ধারণাও করিতে পারি না যে এই সকল জলওয়া পরিহার করিয়া আমরা এমন ভরপুর ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করিতে পারিব যাহা মানুষকে খোদাতায়ালার জান্নাত সমূহে লইয়া যায়। হুজুর উচ্চৈস্বরে বলেন যে, যদি আপনারা এ সকল জওয়ার নাশুকরি করেন যেগুলির সম্পর্কে কুরআন করীম ঘোষণা করিয়াছে:

"ওয়া সাখ্‌খারনা লাকুম মা ফিস সামাওয়াতে ওলআরদে জামিয়াম মিনহু।"

তাহা হইলে আপনাদের ন্যায় অকৃজ্ঞ বলিয়া আর কে সাব্যস্ত হইবে?! হুজুর সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন, যদি আপনারা পৃথিবী ও বিশ্ব-জগতকে 'সখ্‌খারনা'-এর নির্দেশবাণীর সহি প্রয়োগকে উপেক্ষা করেন তাহা হইলে আপনাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। ধ্বংস হইয়া যাইবেন আপনারা! কেননা যিনি এজগত সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সহি প্রয়োগেরও শিক্ষা দান করিতে সক্ষম। হুজুর ইহার উদাহরণ দিতে গিয়া বলেন, যেমন খাওয়া-দাওয়া। আপনারা বলিবেন, প্রত্যেক ব্যক্তি খাইতে পারে কিন্তু আমি বলিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি বলিতে পারে না যে, সে কিরূপে খায় বা তাহাকে খাইতে হয়। কেননা কুরআন করীম বলিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন বেনিয়াগণ (মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীরা) সমস্ত দিন বসিয়া খাইতে থাকে এবং তাহাদের উদর স্ফীত হইয়া যায়; এমনকি তাহারা মিষ্টির দোকানে বসিয়া মিষ্টি খইতে খাইতে মৃত্যু মুখে পতিত

হয়। হুজুর বলেন, ইহা কি কোন জীবন যে মানুষ মিষ্টি খাইতে খাইতে মৃত্যুর কবলে ঢলিয়া পড়ে ?! প্রকৃত জীবন হইল এই যে, মানুষ যেন মৃত্যু বরণ করিয়া খোদাতায়ালার জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

হুজুর বলেন, কুরআন করীম ইহা বলে না যে, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে পার্থিব বিদ্যার্জন কর। কুরআন করীম ইহাও বলে না যে, দ্বীনি এলেম এমন ভাবে শিখ যে, নিরেট মুল্লা বনিয়া যাও বরং কুরআন শরীফের সূক্ষ্মজ্ঞান ও তত্ত্বাবলী এউদ্দেশ্যে শিখ যাহাতে খোদা-তায়ালার মাহাত্ম্য ও জালাল, কল্যাণ ও এহসান, কুদরত ও মহিমা, রহীমিয়ত রহ্‌মানিয়তের জলওয়া সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পার। যেমন তিনি 'গফুর' হিসাবে ক্ষমা করেন, যেমন তিনি 'হাফীয' হিসাবে সকল বস্তুর হেফাজত করেন—এই সব কিছুই যেন তোমরা প্রত্যক্ষ কর। তাহা হইলে ইহজগতও এবং পরকালও আপনাদের জন্য জান্নাতে পরিণত হইবে। হুজুর বলেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তালীমি মনসুবা' (শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা) প্রবর্তন করিয়াছি। হুজুর বলেন, আমি বলিয়াছি যে, কুরআন করীম এজন্য শিখা জরুরী, যাহাতে খোদাতায়ালার সিফাতের জলওয়া সমূহের জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। আর সেই সকল জলওয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা কুরআন শরীফ উপলব্ধি করিতে পারিব। অন্যথায় উহার অতি অল্প জ্ঞান আমাদের লাভ হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতের জ্ঞান যত বেশী লাভ হইবে, আর খোদাতায়ালার মহিমা ও জালাল সম্বন্ধে মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের পার্থিব জ্ঞান যত বেশী প্রসার লাভ করিবে, ততই খোদাতায়ালার মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ লাভ এবং উহা হইতে মনি-মানিক্ক উদ্‌ঘাটন এবং উহার দ্বারা জগতের হিতসাধন ও হিতকর উপকরণ উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিব।

হুজুর বলেন, জ্ঞান লাভ করা যায় নিজেস্ব গবেষণার দ্বারা, পর্যবেক্ষণের দ্বারা, বা অপর কাহারও গবেষণা ও পর্যবেক্ষনলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারা অথবা নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা, যেমন এ্যালার্জির সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া। অনেকে জানেন না, তাহাদের কোন জিনিসে এ্যালার্জি ঘটে। যখন তাহারা এমন জিনিষ খান যাহাতে তাহাদের এ্যালার্জি ঘটিয়া কষ্ট হয়, তখন তাহারা পাইতে তাহাদের এ্যাল্যর্জির কারণ জানিতে পারেন। হুজুর বলেন, সুতরাং বই-পুস্তক অধ্যায়ন করাও জরুরী। কেননা মানুষ একা নিজের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সমগ্র বিশ্ব-জগতের পরিভ্রমন করিতে বা উহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। অন্যেরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা তাহারা পুস্তকাবলীতে সংরক্ষিত করিয়াছেন ; সেগুলি পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত জরুরী।

হুজুর বলেন, এই যাবতীয় কথা যেগুলি আমি এখন বর্ণনা করিতেছি সেগুলি খোদাতায়ালা এই ক্ষুদ্র আয়াতটির মধ্যে শিক্ষা দিয়াছেন— "ইন্নামা ইয়াখ্‌শাল্লাহা মিন এবাদেহিল-উলামা।"

এই আয়াতে আলেম সেই ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে যে খোদাতায়ালার সিফাতের মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে 'খশিয়াতুল্লাহ" তথা প্রেমপূর্ণ আল্লাহ্‌-ভীতির অধিকারী হয় এবং ক্রমাগত খোদাতায়ালার সিফাতের জ্ঞান অর্জন করিতে থাকে। একজন সত্যিকার আলেমের জন্য ইহা অত্যন্ত জরুরী। (ক্রমশঃ।

(দৈনিক 'আল-ফজল' ১০ই জানুয়ারী ১৯৮১)

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

২০শে ফেব্রুয়ারী—ইসলামের এক মহাগৌরবময় নিদর্শনে চিরসমুজ্জ্বল দিবস

আজ হইতে ৯৫ বৎসর পূর্বে আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ, মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) হিঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ইসলামের চরম দুর্দিনে উহার পুনর্জীবন ও সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন লাভের উদ্দেশ্যে ঐশী নির্দেশক্রমে ৪০ দিন যাবৎ ক্রমাগত বিশেষ আরাধনা ও সকরুণ প্রার্থনায় আত্মমগ্ন থাকিয়া পরিশেষে ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক অসাধারণ গুণ সম্পন্ন পুত্রের জন্মলাভ এবং তাঁহার দ্বারা জগতের প্রান্তে প্রান্তে দ্বীনে-ইসলামের কার্যকরী প্রচার ও কুরআন শরীফ এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিরস্থায়ী ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কিত এক সুবিস্তারিত ঐশী-সুসমাচার লাভ করেন। আহ্‌মদীয়তের ইতিহাসে উহা "মুসলেহ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী" বলিয়া সুখ্যাত।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে ঘোষিত উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অপরিসীম গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ইতিহাসে উহার সুদূর বিস্তৃত পটভূমির দ্বারা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যায়, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার ইহুদীদের হাদিস গ্রন্থ 'তালমুদ', বাইবেলে সংরক্ষিত ইসাইয়া নবীর কেতাব, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাদিস এবং তেরশতবৎসর ব্যাপী বিভিন্ন আউলিয়া ও সুফীগণের কাশফ ও এলহামে অনেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মূল এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার আনুসঙ্গিক জরুরী বিষয়াদিসহ নিম্নে যথাক্রমে উদ্ধৃত করা হইল :

(১) যোসেফ বার্কলে অনুদিত, ১৮৭৮ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত তালমুদ গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়, ৩৭, পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

"It is also said that (the Messiah) shall die and his kingdom will discend to his son and grandson. In proof of his opinion Isaiah. X111 : 4 is quoted. 'He shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgement in the earth and the isles shall wait for his low."

অর্থ :—"প্রতিশ্রুত মসীহ মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার (রুহানী) রাজত্বের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র এবং অতপর তাঁহার পৌত্র হইবেন। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ইসাইয়া-১৩:৪ উদ্ধৃত করা হয়—"তিনি অকৃতকার্য বা নিরুৎসাহিত হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায় বিচার স্থাপন করেন ; আর দ্বীপ সমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।"

(২) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই উম্মতে আগমনকারী ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ সম্বন্ধে জগদ্বাসীকে জানাইয়া ছিলেন যে, "ইয়াতাযাওয়াজ্ ওয়া ইউলাদু লাহু।"

অর্থাৎ "তিনি (প্রতিশ্রুত মসীহ) এক বিশেষ বিবাহ করিবেন এবং তিনি তাঁহার

(মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বিশেষ প্রতিশ্রুত সন্তান লাভ করিবেন।' (মেশকাত বাবু নযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম)।

উল্লেখযোগ্য যে, হাদিসটিতে যদি মসীহ মওউদের সাধারণভাবে বিবাহ করার এবং সন্তান লাভ করার কথার উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মসীহ মওউদের সত্যতার লক্ষণাবলীর মধ্যে উহার উল্লেখ বৃথা বলিয়াই প্রতিয়মান হয়। সুতরাং রসুল করীম (সাঃ)-এর জ্ঞানপূর্ণ পবিত্র বাণীতে প্রকৃতপক্ষে মসীহ মওউদের বিশেষ কোন বিবাহ এবং বিশেষ কোন সন্তান লাভ সম্বন্ধেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং এই হাদীসের ব্যাখ্যা করিয়া হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন :

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, মসীহ মওউদ বিবাহ করিবেন এবং তিনি সন্তান লাভ করিবেন, ইহা এই ইঙ্গিত বহণ করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে বিশেষভাবে একজন পবিত্র পুত্র-সন্তান প্রদান করিবেন, যিনি তাঁহার পিতার সদৃশ্য ও অনুরূপ হইবেন, প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার অনুগত ও অনুগামী হইবেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সম্মানিত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।" (আইনায়ে কামালতে ইসলাম পৃঃ ৫৭৮)

(৩) হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ছয় শত বৎসর পর হযরত শাহ্ নে'মতুল্লাহ্ ওলী (রহঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ এলহামী কসিদার মধ্যে ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন :

"দাওরে উ চুঁ তামাম বকাম। পিসরাশ ইয়াদগার মি বিনাম।।"

অর্থাৎ "আমি দেখিতেছি যে, যখন তাঁহার জীবনকাল সাফল্যের সহিত অতিক্রান্ত হইবে, তখন তাঁহার পবিত্র পুত্র তাঁহার স্মৃতি স্বরূপ থাকিয়া যাইবেন।" [আরবাঈন ফি আহ্‌ওয়ালিল মেহদিঈন, প্রণেতা : হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ)]।

(৪) তেমনি হযরত মওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁহার মসনবীতে বলিয়াছেন :

"তিফ্‌লে নওযাদা শওয়াদ হিব্‌র ও ফসীহ্। হিকমাতে বালেগ বখাওয়ান্দ চুঁ মসীহ।।"

অর্থাৎ, "একজন অল্পবয়স্ক বালক অত্যন্ত বিদ্বান, জ্ঞানী ও বাগ্মী হইবে এবং মসীহর মত তাহার মুখ হইতে গভীর মর্মস্পর্শী সূক্ষ্মতত্ব নিঃসৃত হইবে।" (মসনবী, ৬ষ্ঠ দপ্তর)

(৫) পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে সিরিয়ার একজন উচ্চ পর্যায়ের সূফী হযরত ইমাম ইয়াহিয়া বিন আকাবা (রহঃ) বলিয়াছেন :

"ওয়া মাহ্‌মুদ সাইয়াজহারু বা'দা হাযা। ওয়া ইয়ামলেকুশ-শামা বিলা কিতালি।।"

অর্থাৎ—"মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পর "মাহমুদ" আবির্ভূত হইবেন এবং বিনা যুদ্ধে সিরিয়াকে (রুহানী ভাবে) জয় করিবেন।" (শামশুল আরেফেল কুব্‌রা, পৃঃ ৩৪০)

উল্লেখ্য যে, মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর নাম এলহাম অনুযায়ী বশীর এবং মাহমুদ রাখা হয়। (সবুজ এস্তেহার ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং ও এস্তেহার ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

সিরিয়াতে তাঁহার খেলাফতকালে জামাত কায়েম হয় এবং তিনি নিজেও সেখানে সফরে যান। সেখানকার তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার কর্মতৎপরতা, অসাধারণ জ্ঞান, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মন্তব্য সমূহ প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ সনের সেপ্টম্বর মাসে কাদিয়ানের দশজন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যবসায়ী ও পণ্ডিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে আবেদন জানাইয়াছিলেন যে, "আপনি ইতিমধ্যে লণ্ডন এবং আমেরিকার অধিবাসীদিগকে বহুল এশতেহার ও রেজেষ্টারী চিঠি প্রেরণ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন যে, "যদি কোন সত্যিকার সত্যান্বেষী এক বৎসর কাল পর্যন্ত আমার নিকট কাদিয়ানে আসিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নিশ্চয় মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে অলৌকিক নিদর্শন দেখাইবেন। সুতরাং আমরা আপনার প্রতিবেশী এবং একই শহরবাসী হিসাবে লণ্ডন ও আমেরিকা বাসীদের তুলনায় (উক্তরূপ নিদর্শন দেখার) অধিকতর হকদার। তবে, ঐ নিদর্শনাবলী অবশ্য এরূপ হওয়া চাই যেগুলি মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে ঘটিয়া থাকে, যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনার ধর্মীয় সত্যতা ও সত্যপরায়ণতার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রীতি ও কৃপার পথে আপনার দোওয়া সমূহ কবুল করেন এবং দোওয়ার কবুলিয়তের পূর্বেই আপনাকে অবহিত করেন অথবা আপনাকে তাঁহার বিশেষ গোপন রহস্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে সেই গোপন রহস্যাবলীর সম্বন্ধে সংবাদ দেন অথবা এমন আশ্চার্যজনক ভাবে আপনার সাহায্য ও সহায়তা করেন, যেভাবে তিনি আদিকাল হইতে তাঁহার মনোনীত, নৈকট্য-প্রাপ্ত, ভক্ত ও বিশিষ্ট বান্দাগণের করিয়া আসিয়াছেন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহাদের উক্ত পত্রটিকে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন রূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরে জানাইলেন:

"যদি আপনারা সেই সকল অঙ্গীকারে অটল থাকেন যাহা আপনাদের চিঠিতে আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-তালা শানুহুর সাহায্য ও সহায়তায় এক বৎসরকালের মধ্যেই এমন কোন নিদর্শন আপনাদিগকে দেখান হইবে, যাহা হইবে মানুষের সাধ্যের বাহিরে ও মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে।"

উল্লেখিত হিন্দু মহোদয়গণের চিঠিতে নিদর্শন প্রদর্শনের সময়-সীমা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে "এক বৎসরের সময় যাহা নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে, উহা ১৮৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে শুরু করিয়া উহার শেষসীমা ১৮৮৬ সনের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ গণ্য হইবে।"

উভয় পক্ষের উল্লিখিত চিঠি-পত্র জনৈক লালা শ্রম্পত রায় (যিনি কাদিয়ানস্থ আর্য সমাজ সংস্থার সভ্য ছিলেন) তিনজন সাক্ষীর স্বাক্ষরসহ অমৃতশহরস্থ রিয়াজে-হিন্দ প্রেস হইতে একটি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করিলেন। ("তবলীগে রেসালত" ১ম খণ্ড ৪৯-৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উল্লেখযোগ্য যে, মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত নির্ধারিত এক বৎসর কালের মধ্যেই—অর্থাৎ ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দুই বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত তাঁহার একটি এলহাম—"তেরি উকদা কুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী"—অনুযায়ী কাদিয়ান হইতে হুশিয়ারপুর গমন করিয়া নির্জনে ৪০ দিন আরাধনায় থাকিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বিশেষভাবে দোওয়া করেন এবং দ্বীনে-ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট

অপূর্ব নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার উপর যে সুদীর্ঘ ইলহামী বাণী অবতীর্ণ হয় উহার মধ্যে তাঁহাকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার ও আহ্‌মদীয়া জামাতের পূর্ণ সাফল্য সম্বন্ধে অসাধারণ গায়েবের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদসহ মুসলেহ মওউদ তথা মহান সংস্কারকপুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত সুসমাচার দান করা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঐ সকল এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি বিশেষ প্রচার-লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উহার অংশ বিশেষ নিম্নে দেওয়া হইল:

মূল ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীর বঙ্গানুবাদ:

হযরত আকদাস (আঃ) বলেন:

"পরম কারুণিক, পরম দাতা মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন:

"আমি তোমাকে এক 'করুণার নিদর্শন' দিতেছি, তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।"

নিদর্শনের উদ্দেশ্য:

"খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি-লাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহতায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক মুহাম্মদ মোস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিস্কার হয়।"

মুসলেহ মওউদের অসাধারণ গুণ, বৈশিষ্ট ও কার্যাবলী:

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র-সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ-দাতাও বটে..... ।

তাহার সঙ্গে 'ফজল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে

কলেমাতুল্লাহ—আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান ও গম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয় পুত্র।

'মাজহারুল আওয়ালে ওল আখেরে মাজহারুল হাক্কে ওল উলা, কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামা।'

অর্থৎ, 'আদি, অন্ত ও সত্য এবং মাহাত্মের বিকাশ-স্থল, যেন আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' তাহার আগমণ অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ-নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায় স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। ইহাই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা।" (এস্তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং)

উক্ত ইশতেহারের শেষে এই জোরদার চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ রহিয়াছে:

"হে অস্বীকারকারীগণ এবং সত্যের বিরুদ্ধাচারীগণ! যদি তোমরা আমার এই বান্দার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাক, যদি তোমরা সেই ফজল কৃপা ও কল্যাণকে স্বীকার করিতে না চাহ, যাহা আমরা আমাদের এই বান্দাকে দান করিয়াছি, তাহা হইলে উল্লিখিত 'রহমত ও করুণার নিদর্শন'-এর অনুরূপ তোমরাও নিজেদের সত্যতার কোন নিদর্শন পেশ করিয়া দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।"

তেমনিভাবে ১৮৮৬ সনের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞাপন 'সবুজ ইস্তেহার'-এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইহাও ঘোষণা করেন যে, উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র নয় বৎসরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করিবেন। সুতরাং এই নির্ধারিত মেয়েদের মধ্যেই উহার তৃতীয় বৎসরে—অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবারে' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র নাম ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বরের এস্তেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ রাখা হয়। তারপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এলহাম মারফত অবগত হইয়া নির্দিষ্টভাবে তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও প্রকাশ করেন যে মুসলেহ মওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। (দেখুন, ইশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং এবং 'সিরাজে মুনীর' গ্রন্থ পৃঃ ৩৪, ১৮৯৭ সনে প্রকাশিত)

একদিকে অসাধারণ গুণ ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে জলদগম্ভীর ভাষায় সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার সঙ্গে জোরদার চ্যালেঞ্জ, আর অন্য দিকে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুত পুত্র—হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর জন্ম লাভ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সকল অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বলরূপে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ ৫২ বৎসর কালীন সুদীর্ঘ খেলাফত জীবনে সংঘটিত হওয়া, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সহ বিশ্ববিধাতা সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বিশ্বের বুকে এক জ্বলন্ত নিদর্শন নয় কি?! হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন:

"জিস্ বাত কো কাহে কেহ্ করুঙ্গা ইয়ে ম্যাঁ জরুর।
টালতি নাহিঁ উও বাত খোদায়ী এহী তো হ্যা!!

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ পঁচিশ বৎসর বয়সে আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। যদিও তাঁহার দ্রুত উন্নতি, অসাধারণ প্রতিভা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কীর্তি ও সুফলসমূহ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল যে ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী প্রতিশ্রুত মুসলেহ মওউদ নিঃসন্দেহে তিনিই, তদুপরি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজেও ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ মওউদ হইবার দাবী ঘোষণা করেন।

তিনি খোদাপ্রদত্ত প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক শক্তি ও সহায়তায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিশ্বব্যাপী ৪১টি দেশে ৫০০টি ইসলাম প্রচার-কেন্দ্র, মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেন, প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠায় বিস্তৃত কুরআন করীমের তুলনাবিহীন অমূল্য তফসীর লিখিয়া যান, ২৪টি গুরুত্ব পূর্ণ বিদেশী ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা প্রকাশ করেন, প্রায় ২০০টি গভীরতত্ব ও জ্ঞান পূর্ণ গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত অসংখ্য খোৎবা ও বক্তৃতা রাখিয়া যান।

তেমনিভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি দেশের জাগতিক ও রাজনৈতিক কল্যাণ ও স্বার্থের ক্ষেত্রেও তিনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ—বিভিন্নভাবে অনন্যসাধারণ পথ-নির্দেশনা ও সক্রিয় এবং মৌলিক অবদান রাখিয়াছেন। ইতিহাসের পাতায় সে সব কিছু সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহার কীর্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে গণনাতীত এবং তাঁহার এসকল অসাধারণ গুণ ও অবদান এবং কার্যাবলীর দ্বারা নিঃসন্দেহে জগতের বুকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কালামুল্লাহর গৌরব ও মর্যাদা সুপ্রকাশিত হইয়া দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রধান্য বিস্তারের পথ সুগম, এবং সুদৃঢ় ও সুদুরপ্রসারী ভিত রচিত হয়। তাঁহার সঞ্জীবনী শক্তি ও পবিত্রআত্মার প্রসাদে লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা ব্যধিমুক্ত হইয়া ইসলামের আলোকে আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। শুধু তাহাই নয় বরং জামাতী সংগঠনকে দৃঢ়করণ ও চিরস্থায়ী ভিত্তি সমূহের উপর স্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বর্গীয় অবদান ও অসামান্য কীর্তিসমূহ আহমদীয়তের ইতিহাসের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ও দৃঢ় প্রথিত ইসলামের তালীম ও তরবীয়ত এবং তবলীগ ও দাওয়াতের যে ফলবান বৃক্ষ তিনি রোপন করেন উহার সুফল শুধু তাঁহার জীবন কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আজও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক রাজত্বের উত্তরাধিকারী ও প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মীর্যা নাসের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর আশিসময় স্বর্গীয় নেতৃত্বে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের কাফিলা অধিকতর দ্রুতবেগে বিশ্বময় ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের লক্ষ্যে ধাবমান রহিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের সকলকেই মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী ও চিরউজ্জল নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফিক দিন। আমীন।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

"যীশু দু'বার ভারতে এসেছিলেন"

মাসিক 'পরিবর্তন' : কলিকাতা

[আজ হইতে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে জ্ঞাত ও আদিষ্ট হইয়া জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) জগতকে প্রথম যখন এই সত্যটি জানান যে যীশু বা হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বধ হন নাই, বরং জীবাতাবস্থায় রক্ষা পাইয়া আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে বসবাসরত বনিইস্রাইল গোত্র গুলির মধ্যে আসিয়া পরিশেষে শ্রীনগরে (কাশ্মীর) মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন হইতে খ্রীষ্টান মহলে কম্পন ও আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং আলেম-উলেমারা চটিয়া গিয়া তাঁহাকে কুফরী ফতোয়া দেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রায় শতাব্দী পূর্বে পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও বাইবেল হইতে পেশকৃত অকাট্য যুক্তি ও দলিল-প্রমাণকে আজ পর্যন্ত খণ্ডন করার মত সাধ্য কাহারও হয় নাই, এবং কখনও হইবেও না বরং প্রাচ্যে ও প্রতিচ্যে সত্য প্রিয় গবেষক মহল ও ব্যক্তি বিশেষগণ তাঁহার পেশকৃত সত্যটিকে নিজেস্ব গবেষণার মাপকাঠিতেও হুবহু প্রায় একই যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের আলোকে স্বীকৃতি দিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতার 'পরিবর্তন' ১৬, ডিসেম্বর '৮০ ইং-এর সংখ্যায় উপরোল্লিখিত শিরোনামে উক্ত পত্রিকার নিউজ ব্যুরো' কর্তৃক রচিত অনুরূপ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পাক্ষিক 'আহমদী'তে উহা পুনঃ প্রকাশ করা হইতেছে।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ]

আজ সাবাথ। ইহুদিদের মহাপবিত্র উৎসব-দিন। এদিনে যেন কাউকে কষ্ট দেওয়া না হয়, কেউ যেন দুঃখ না পায়। অথচ সমস্যা দেখা দিয়াছে একজনকে নিয়ে। তিনিই নাকি ইসরায়েলের আসল রাজা। দেশের শাসক তাঁর এই ভয়হীন, শান্ত মূর্তির সামনে এসে ভয় পেয়েছেন, ক্রুশবিদ্ধ করেছেন তাঁকে।

সেই ক্রুশ স্বয়ং এই অকুতোভয় মানুষটি বহণ করে নিয়ে গেলেন গলগথায়। গলগথা মানে মাথার খুলি। সেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হল তাঁকে। দু'পাশে ক্রুশবিদ্ধ করা হল দুই দাগী অপরাধীকেও। আর মধ্যবর্তী এই দেবতুল্য মানুষটির মাথায় ব্যঙ্গ করে লিখে দেওয়া হল, 'নাসরতীয় যীশু ইহুদীদের রাজা'।

প্রধান যাজক পীলেত, যিনি এই নিধন কাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য উপস্থিত ছিলেন তাঁর আপত্তি, 'ইহুদিদের রাজা এমন কথা লিখিবেন না, কিন্তু লিখুন যে, এ ব্যক্তি বলিল, আমি ইহুদিদের রাজা।'

প্রায় ৬ ঘণ্টা পর ভোর হলেই সাবাথের মহাপবিত্র দিন। তার আগেই ক্রুশবিদ্ধ শরীরগুলিকে নামিয়ে ফেলতে হবে। ইহুদিরা পীলেতকে অনুরোধ করলেন, মৃতদেহগুলি

যেন ভোর হবার আগেই নামিয়ে ফেলা হয়। দুপাশে দুটি মৃতদেহ নামানো হলো। পা ভেঙ্গে নামানোই নিয়ম; সে কাজও করা হলো। উভয়েরই শরীরে রক্তপাত ঘটছে কিনা দেখার জন্য একজন সৈনিক বর্শা দিয়ে খোঁচা দিয়ে পরীক্ষা করলেন। মৃতের শরীর থেকে রক্তপাত হওয়ার কথা নয় কিন্তু যীশুর শরীরে 'একজন সেনা বর্শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ।' লণ্ডনে মুদ্রিত বৃটিশ ও বিদেশী বাইবেল সোসাইটির যোহন লিখিত সুসমচার-এর ১৯ অধ্যায় ৩৪ কবিতায় এই বর্ণনার অর্থ—তখনও যীশু জীবিত ছিলেন।

জীবিত, এটা পীলেতেও বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাবাথের পবিত্রতা রাখতেই হবে। ফলে যীশুর অনুগতরা তাঁর দেহ নামিয়ে নিয়ে চলে গেলেও পীলেত খুব একটা অপত্তি করেনি। অথবা এমন হতে পারে তাঁর অনুগতরা ইহুদি বংশদ্ভূত বলেই সাবাথের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যীশুকে নামিয়ে মসলিন কাপড়ে ঢেকে একটি পাহাড়ী গুহায় নিয়ে চলে যান। জোসেফ এবং নিকোদেমাস নামে দুই শিষ্য বিশেষত এই সাহসের কাজটি সম্পন্ন করেন। তাঁরা গুহার মুখে বিরাট একটি পাথর চাপা দিয়ে দেন যাতে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে ভেতরে কী ঘটছে। (ক্রমশঃ)

[কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক 'পরিবর্তন'-এর সৌজন্যে]

একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা সকলই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাঁহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর, তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে; তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে—'ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে—বিশ্ব পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না?' তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী-এর অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া (আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম ও একই ধর্ম-নেতা (সাঃ) হইবে। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব, আমার দ্বারা বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।" ('তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন, ১৯০৩ সনে মুদ্রিত)

—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

সংবাদ ঃ

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা চট্টগ্রামস্থ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই রুহানী ইজতেমায় ঢাকা থেকে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জনাব নায়েব সদর—২য় মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব এবং বাংলাদেশ মজলিসের মোতামাদ জনাব মোঃ আবদুল জলিল সাহেব যোগদান করেন।

শনিবার দিবাগত রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে খোদ্দাম ও আতফালগণ আঞ্জুমানে জমায়েত হতে থাকে। বা-জামাত তাহাজ্জুদ থেকে কর্মসূচী শুরু হয়। সকাল ৯-৩০ মিঃ মোহতরম জনাব আমীর সাহেব ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। আমীর সাহেবের ভাষণের পর জনাব নায়েব সদর সাহেব—২য় আহাদ পাঠ করান। কোরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব সহ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তালিম-তরবিয়তের উপর জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন। বিকালে ইয়াওমে ওয়ালেদাইন দিবস পালিত হয়। প্রায় দেড় শতাধিক আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত এতে যোগদান করেন।

সন্ধ্যায় মোহতরম জনাব আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেয়ার পর প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

—(মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ)

ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা সাফল্য জনকভাবে অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সার্বিক বৈশিষ্ট ও পূর্ণ সফলতার সহিত গত ১৫/২/৮১ তারিখ রোজ রবিবার আঁকুয়াস্থ আহমদীয়া মসজিদে ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। (আল-হামদুলিল্লাহ)। ইহাতে ঢাকা থেকে সর্বজনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব (নাজেমে-আলা) ও জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েব সদর—১) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজ হইতে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েব সদর—১)। তারপর গুলতি নিক্ষেপ ও ধীরে সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর জনাব আমীর হোসেন সাহেব খোদ্দাম ও আতফালের কোরআন,

হাদীস ও দ্বীনি মালুমাতের উপর লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর আনসার ও খোদ্দামের মধ্যে রশিটানা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ২ ঘটিকায়। অধিবেশনের শুরুতে কোরআন তেলোয়াত করেন জনাব হাফিজ উদ্দিন সাহেব। তারপর জনাব আবদুল বাতেন সাহেব (কায়েদ) রিপোর্ট পেশ করেন। তৎপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, মজলিসে আনসারউল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য ও তরবিয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেজাম, আহমদীয়াতের ভবিষ্যত ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত যুগের উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব, জনাব জকিউদ্দিন আহমদ সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব।

শোকরীয়া আদায় করেন ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোঃ আবদুস সোবাহান সাহেব। তৎপর সভাপতির ভাষণ দান করেন জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব এবং দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

খোদ্দাম ছাড়া বেশ কিছু আনসার ও আতফাল এবং গায়ের আহমদী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সকালে নাস্তা এবং দুপুরে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।

ধানীখোলা জামাতের আনসার খোদ্দাম ও আতফাল ভাইয়েরা উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রসংঙ্গত উল্লেখ্য যে একই দিনে ময়মনসিংহ মজলিসে আনসারউল্লার ইজতেমাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। —(মোঃ আব্দুস সোবহান, ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী)।

তারুয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন

গত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম সালানা জলসা উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার দিবাগত রাতে তারুয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতরম জনাব নায়েব সদর—২য় মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব। খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দান করেন জনাব মোঃ আবদুল হাদী (জেলা কায়েদ), জনাব খন্দকার বেনজীর আহমদ, (নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ), জনাব মোঃ আমীরুল হক, (নাযমে তরবীয়ত) এবং জনাব মোঃ আবদুল জলিল মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া। জনাব নায়েব সদর সাহেবের সারগর্ভ ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

—(মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ)

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম বার্ষিক জলসা

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ইং তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাত থেকে বহু সংখ্যক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জলসায় যোগদান করেন।

২১শে তবলীগ রোজ শনিবার বাদ জোহর প্রথম অধিবেশন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব ; নজম পাঠ করেন মিয়া করিমুল্লাহ। অতঃপর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌলবী ডঃ আহমদ আলী সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তারপর দোওয়ার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য, কোরআন শিক্ষা ও আহমদীয়া জামাত কর্তৃক কুরআন প্রচার, আহমদীয়া জামাতের আকায়েদ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ -এর সিরাত ও আদর্শ এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, শহীদুর রহমান সাহেব, আবুল কাশেম আনসারী (মুয়াল্লেম) সাহেব, মৌলবী মোস্তফা আলী সাহেব ও মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) সাহেব।

২২শে ফেব্রুয়ারী, রোজ রবিবার, সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ আব্দুল কাদির (মুয়াল্লেম) সাহেব ; কবিতা ও নজম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেব এবং এস, এম, হাবিবুল্লাহ সাহেব। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ফজলে এলাহী। এরপর একামাতে সালাত, আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর মোকাম ও কৃতিত্ব এবং আর্থিক কোরবাণীর গুরুত্ব—বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব ডাঃ আবুল কাশেম সাহেব, শহীদুর রহমান সাহেব, মোঃ মোস্তফা আলী সাহেব এবং মোঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব।

একই দিন জলসার সমাপ্তি অধিবেশন বাদ জোহর মোঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন ডাঃ হেলাল উদ্দিন সাহেব, উর্দু ও বাংলা নজম পাঠ করেন যথাক্রমে এস, এম, হাবিবুল্লাহ সাহেব এবং নূরে-ইলাহী সাহেব। অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের নব জীবন জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা পরিকল্পনা, সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), ত্রিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর তাৎপর্য এবং মোকামে খেলাফৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মোঃ মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব, মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব। অতঃপর শুকরিয়া জ্ঞাপন ও সম্মিলিত দোওয়ার মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, দোওয়ার পূর্বে একটি

বিবাহ পড়ান হয়। বিবাহের খোৎবা প্রদান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। এই জলসা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা, শান্তি ও দোওয়া জিকরে এলাহীর পবিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এবং স্থানীয় আনসার খোদ্দাম ও আতফাল অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সর্ববিধ খেদমত পালন করেন। ফাজাযাহুমুল্লাহ আহ্‌সানাল জাযা। উল্লেখ্য যে, এই জলসায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে দু'টি বয়েত হয় এবং একটি অতি আকর্ষণীয় তবলীগি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে অধ্যাপক আব্দুল জব্বার সাহেব পরিশ্রম ও এখলাসের সহিত মূল্যবান অবদান রাখেন। তারুয়া জামাতের উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন। (আহমদী রিপোর্ট)

মুসলেহ মওউদ দিবস উদ্‌যাপিত

২০শে ফেব্রুয়ারী 'মুসলেহ মওউদ দিবস' বাংলাদেশে বিস্তৃত সকল জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর অনুরাগের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় দ্বিতল মসজিদে বাদ জুময়া বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন পাকের তেলাওত এবং নজম পাঠের পর সম্মিলিত দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকা ও পূর্ণতা, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ গুণাবলী, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তরবিয়তী ও সাংগঠনিক অবদান এবং মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর মর্যাদা এবং আমাদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ও জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য রাখেন মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক (সদর মুরুব্বী), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ (নায়েব সদর—২য় মজলিস খোঃ আঃ) এবং অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবান। পরিশেষে মোহতরম আমীর সাহেবের সারগর্ভ সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার ঘটিকায় সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

শুভ বিবাহ

ক্রোড়া নিবাসী মোঃ মোতাহের সাহেবের ছেলে তসলীম আহমদের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে রৌশন আরা বেগমের শুভ বিবাহ গত ২৫-২-৮১ইং রোজ রবিবার আহমদীয়াপাড় মসজিদ মোবারকে সুসম্পন্ন হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor